ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 07. No. 01. June 2012

শিক্ষা এবং দর্শন: একটি পর্যালোচনা

ড. মো: খালেদউজ্জামান*

সারসংক্ষেপ: শিক্ষা এবং দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আলোচনা করতে হয় শিক্ষা কি? দর্শন কি? তাঁদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি? শিক্ষা এবং দর্শনের আলোচ্য বিষয় কি? শিক্ষা এবং দর্শন উভয়ই জীবন ও জগৎ নিয়ে আলোচনা করে। শিক্ষা এবং দর্শন উভয়ই জীবনব্যাপী চলমান একটি প্রক্রিয়া। তাই শিক্ষা এবং দর্শনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর। এরা অভিন্ন। তথাপিও শিক্ষা এবং দর্শনের মাঝে কিছু তফাৎ আছে। কিন্তু এরা পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অন্যের পরিপূরক।

শিক্ষা কি, দর্শন কি, শিক্ষা এবং দর্শন কিভাবে সম্পর্কিত? একে অপরের ওপর কতটুকু নির্ভরশীল প্রভৃতি আলোচনাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ। কোন জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ব করাই হল শিক্ষা। পৃথিবীর সকল দেশেই শিক্ষা অতিপরিচিত একটি প্রত্যয়। শিক্ষার বিশেষ কোন একটি 'ধারণা' কখনই সর্বজনগ্রাহ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। শিক্ষাচিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান পদ্ধতি ও কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গঠনে ভিন্নতার কারণে শিক্ষার ধারণা হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। সমাজ ও কালভেদে যেমন তাতে পার্থক্য বিরাজমান, তেমনি হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা।

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী মানুষ বা ব্যক্তি যা কিছু শেখে তাকেই 'শিক্ষা' নামে অভিহিত করা যায়। শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে ইংরেজি 'Education' থেকে, এই প্রত্যয়টির উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে, ইংরেজিতে যার ভাবার্থ হচ্ছে 'to lead out' ev 'to draw out'। এক্ষেত্রে শিক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জের 'বিকাশ সাধন' বা তার অভ্যন্তরীন ক্ষমতার 'বহিঃপ্রকাশ ও বাস্তবায়ন' বুঝায়। আবার কেউ কেউ বলেন, ইংরেজি Education' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে উদ্ভুত যার ভাবার্থ হল 'to bring up' অথবা 'to train' অথবা 'to mould'। অর্থাৎ শিক্ষা বলতে বুঝায় দর্শনার্থীকে 'লালন করা' অথবা 'প্রশিক্ষণ দেওয়া' অথবা 'কোন কিছুর আদলে তৈরি করা'।[১] শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল শাসন, নিদের্শ, আজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ, তিরষ্কার,

* সহকারী অধ্যাপক, আইইআর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শাস্তিদান ইত্যাদি। শিক্ষার আরেকটি অর্থ হল– বিদ্যা। এটি 'বিদ্' ধাতু থেকে এসেছে। বিদ্ বলতে 'জানা' জ্ঞান আহরণ করাকে বুঝায়।

শিক্ষা হল ব্যক্তির জীবনব্যাপী ক্রমবিকাশের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যা নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার আহরণের প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবেশের সাথে খাপ-খাওয়াতে এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন সাধনে সমর্থ করে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিক শিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো। দার্শনিক প্লেটো বলেন, "শিক্ষা হল শিশুর স্বকীয় সামর্থ অনুযায়ী দেহ ও আত্মার সৌন্দর্য ও পূর্ণতার বিকাশ সাধন করা।"[২]

দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে, "শিক্ষা দেহ ও মনের সুষম বিকাশ, দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে ব্যক্তিকে পরম কল্যাণে, সৌন্দর্য ও সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে।"[৩]

এডাম বলেন, "শিক্ষা হল একটি সচেতন এবং ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে তার কিছু আচরণের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।"[৪]

দার্শনিক জন ডিউই বলেন, "শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার পুনগঠনমূলক প্রক্রিয়া শিক্ষা হল ব্যক্তির সেই সকর গুণের বিকাশ, যার ব্যক্তি তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজের সমস্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করতে পারে।"[৫]

দার্শনিক রুশো বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে শিশুর আভ্যন্তরীন বিকাশ।"[৬]

দার্শনিক স্পেনসার বলেন, "শিক্ষা হল ভবিষ্যতে সুন্দর জীবনযাপনের প্রস্তুতি।"[৭]

শিক্ষাবিদ নান্ বলেন, "শিক্ষা হল ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, এই বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে প্রকৃত অবদান রাখতে পারে।"[৮]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষার নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

১. শিক্ষা হল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষার কোন শেষ নেই।
২. শিক্ষার লক্ষ্য হল মানব জীবনের বিকাশ সাধন।
৩. শিক্ষা একটি মানবীয় প্রচেষ্টা।
৪. জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা চলতে থাকবে।
৫. শিক্ষা হল নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন।
৬. শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ।
৭. শিক্ষা সমাজে কল্যাণ নিয়ে আসে।
৮. শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।
৯. শিক্ষা হল সমাজ সংরক্ষণ।
১০. শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার পুনগঠন ও পুনঃসৃজন।

১১. শিক্ষা হল সৃজনশীল প্রসেস।
১২. শিক্ষা হল জীবনের দিকনির্দেশনা।
১৩. শিক্ষা হল বাস্তব সমস্যার সমাধান।
১৪. শিক্ষা হল মানুষের বিবেক।
১৫. শিক্ষা হল মানুষের চলার পথের পাথেয়।

তাহলে দেখা যায়, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যুগে যুগে দেশে দেশে ভিন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ শামসুল হক বলেন, "সকল যুগে সকল দেশে সকল সমাজে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক থাকে নি। যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছে। পরিবর্তিত পরিবেশ ও প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে নিজ জীবনাদর্শের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে। কাল প্রবাহের অনিবার্য ধারায় বিচিত্র পটভূমিতে মানুষের শিক্ষার লক্ষ্য যুগে যুগে দেশে দেশে রূপান্তরিত বিবর্তিত হয়েছে।"[৯]

ফলে দেখো যায়, শিক্ষা বহিঃপরিবেশমুখী এবং আন্তপরিবেশমুখী হয়ে থাকে।[১০] বহিঃপরিবেশের মাধ্যমে ব্যক্তি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের সার্থক সমন্বয় করতে সক্ষম হয় এবং সামাজিক পরিবেশের সার্থক সমন্বয় করতে সক্ষম হয় এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ মিলন ঘটায়। আর আন্তপরিবেশের মাধ্যমে সে ব্যক্তি তার আন্তরিক চাহিদা ও প্রবণতাগুলোকে তৃপ্ত করে এবং আকস্মিক দিকে বিকাশ লাভ করে। তবে শিক্ষার এই দ্বিমুখী গতির মধ্যে আন্তপরিবেশমুখী গতিই ব্যক্তি জীবনের বিকাশের দিক থেকে বেশি তাৎপর্যময়। কারণ জীবনের যে কোন বহিরঙ্গ দিকই বিশেষ বিশ্লেষণে আন্তরিক কোন অবস্থা থেকে সৃষ্ট হয়। তাছাড়া আন্তপরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ফলে ব্যক্তি জীবনের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। সুতরাং শিক্ষার কাজ হবে ব্যক্তিজীবনের বিকাশকে জীবনের উন্নততর আদর্শের অভিমুখী করা।

দর্শন কি? কোন একটি সংজ্ঞার মাধ্যমেই দর্শন বলতে কি বুঝায় তা বলা যায় না। কোন বস্তুর সংজ্ঞা দিতে গেলে সে বস্তুর সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সে বস্তুর মৌলিক অর্থের অতিরিক্ত তাৎপর্যকেও জানার প্রয়োজন। আর দার্শনিক সন্ধানের কোন সীমা নেই। কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। এর পরিসর সবকিছু, এমন কি সব কিছুর বাইরে আরো কিছু থাকলে সে পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সুতরাং কোন একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে দর্শনকে বুঝতে চাওয়া, জানতে চাওয়া ঠিক নয়, আর বুঝাও অসম্ভব। তাই প্রথমে একটু আলোচনার মাধ্যমে দর্শনকে জানতে চাওয়া, বুঝতে চাওয়াই শ্রেয়।

ইংরেজি 'Philosophy' এবং 'Philosopher' শব্দ দুটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো দর্শন ও দার্শনিক। 'Philosophy' শব্দটি গ্রীক শব্দ philos এবং sophia থেকে উদ্ভুত হয়েছে| 'philos' শব্দের ইংরেজি অর্থ 'loving' যার অর্থ অনুরাগ বা ভালোবাসা। 'sophia' শব্দের

ইংরেজি অর্থ 'knowledge' যার অর্থ জ্ঞান। কাজেই Philosophy শব্দের অর্থ হয় 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা ভালোবাসা। আবার এর অর্থ 'সত্যের প্রতি অনুরাগ', 'জ্ঞান সন্ধান', 'সত্য সন্ধান' ইত্যাদি করা যায়। কাজেই 'philosopher' বলতে বুঝায় যিনি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী বা সত্যের প্রতি অনুরাগী, যিনি সত্য সন্ধানী বা জ্ঞান সন্ধানী।[১১]

'দর্শন' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। 'দৃশ' ধাতু এবং 'অন্‌ট' সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে 'দর্শন' শব্দটির উৎপত্তি। 'দর্শন' মানে চোখে দেখা। তবে এখানে চোখে দেখা অর্থে না বুঝে 'দর্শন' অর্থে আমরা বুঝব 'তত্ত্বদর্শন' – জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকারই দর্শন।[১২] আর দার্শনিক হলেন তিনি যিনি এ সত্য উপলব্ধির কাজে ব্যাপৃত বা যার এ সত্য উপলব্ধি ঘটেছি। যেকোন সত্য বা তত্ত্ব সন্ধানী বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে দর্শন বলা যেতে পারে। আর যে কেউ এ তত্ত্ব উদ্ঘাটনের কাজে ব্যাপৃত থাকেন, হউন তিনি একজন পদার্থবিদ্যবিদ, প্রাণিবিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীবিদ, সমাজতন্ত্রবিদ, অংকশাস্ত্রবিদ, অধিবিদ্যাবিদ তাঁকেই দার্শনিক বলা যেতে পারে।[১৩]

বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে দর্শনের সংজ্ঞা দেন। যথা: দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বলেন, "দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও সমালোচনা।"[১৪]

দার্শনিক ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, "দর্শন হল প্রকৃতির সম্পর্কে সামগ্রিক মতামতের সন্ধান, বস্তুসমূহের সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস।"[১৫]

দার্শনিক মারভিনের মতে, "দর্শন অর্থ সত্যের প্রতি অনুরাগ, সব সত্য যার অন্তর্ভুক্ত এমন জ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডার। যাতে যাবতীয় সত্য এক মহান অখণ্ডতার মধ্যে সুবিন্যস্ত।"[১৬]

দার্শনিক প্লেটোর মতে, "চিরন্তন এবং বস্তুর মূল প্রকৃতির জ্ঞান অর্জন করাই দর্শনের লক্ষ্য।"[১৭]

দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে, "আদি সত্তা স্বরূপতা এবং এ স্বরূপের অঙ্গীভূত যেসব বৈশিষ্ট্য তার অনুসন্ধান করে যে বিজ্ঞান তাই দর্শন।"[১৮]

দার্শনিক শেলিং বলেন, "জগৎ কি হবে যাতে করে মন জগৎকে জানতে পারে এবং মন কি হবে যাতে করে মন জগৎটাকে জানতে পারে – তার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টাই হল দর্শন।"[১৯]

মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, আমি কে, কোথা হতে এসেছি, এ জগৎ কি? কে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন? কেন করেছেন? জগৎ ঘিরে অসংখ্য সূক্ষ্ম কলা-কৌশল, নিয়ম-শৃংখলাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, কেমন করে করছেন? ইত্যাদি জটিল প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টাই হল দর্শন। আর যিনি এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেন বা জবাব দেন তিনিই হলেন দার্শনিক। তাহলে বলা যায় দর্শনের জন্ম সোজাসোজি জীবন ও জীবনের প্রয়োজনে।

'শিক্ষা' এবং 'দর্শন' আলোচনান্তে বলা যায়, শিক্ষা-দর্শন হল শিক্ষার স্বরূপ বা সত্য অনুসন্ধান। শিক্ষাদর্শন জ্ঞানের উন্নতির মূল নিয়েই আলোচনা করে। বিভিন্ন জাতির জীবনাদর্শন, সমাজ ও সমস্যা সংঘাত এবং জাতীয়তার স্বরূপ নির্ধারণ করে শিক্ষাদর্শন একটি দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজ ও তদনুযায়ী তার শিক্ষাব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করে।

শিক্ষাদর্শন কি? শিক্ষা ও দর্শনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, শিক্ষাক্রম কেমন রকম হওয়া উচিত। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক কি রকম হওয়া উচিত, শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত প্রভৃতি শিক্ষাদর্শনের অন্তর্ভুক্ত । তাই শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যকার সম্পর্ক অতিঘনিষ্ট। একটা আরেকটির ওপর নির্ভরশীল। জীবনের শুরুতেই শিক্ষা, শুরুতেই দর্শন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রসঙ্গত, শিক্ষাবিদ আবুল ফজলের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য– "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির শিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কারখানা আর রাষ্ট্র ও সমাজদেহের সব চাহিদার সরবরাহ কেন্দ্র। এখানে ত্রুটি ঘটলে জাতিকে দুর্বল আর পুচ্ছ না করে ছাড়বে না।"[২০]

মরিজ স্লিক বলেন, "দর্শনের একমাত্র কাজ সমীক্ষণ এবং সর্বপ্রকার সমস্যা ও তাদের সমাধানজনিত ধারণা ও প্রচেষ্টার অনুসন্ধান।"[২১]

ভিটগেনস্টাইন এর মতে, "দর্শনের প্রধান কাজ হচ্ছে সম্প্রসারণমূলক এবং ভাষা ও চিন্তার মৌখিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।"[২২]

আসলে মানুষের স্বরূপ এবং সে জগতে মানুষ বসবাস করে সে জগতের সাথে জড়িত কতকগুলো চিরন্তন সমস্যা ও তার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করে শিক্ষা এবং দর্শন। জগৎ ও জীবনের সাথে জড়িত বিভিন্ন ধরনের চিরন্তন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- এই বিশ্বজগতের আদিসত্তা কি? আত্মা কি? আত্মা কি অমর? ইচ্ছা কি? ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি? বিশ্বজগত কি? এর উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? মূল্য বা আদর্শ কি? এসব প্রশ্ন যে কোন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের মনে নাড়া দেয়। এই সমস্ত চিরন্তন সমস্যার সমাধান এবং যুক্তিসম্মত সদুত্তর পাওয়া যায় কেবলমাত্র শিক্ষা এবং দর্শনের মাধ্যমে। যেকোন বিষয়ের মূল বা গূঢ় আলোচনা করাও শিক্ষাদর্শনের কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশুর আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ শিক্ষা কি? লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কি? ইত্যাদি মূল সমস্যা নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় তখন সে আলোচ্য বিষয়কে শিক্ষা না বলে শিক্ষার দর্শন বলে (philosophy of education) বলে আখ্যায়িত করা হয়। শিক্ষা এবং দর্শন উভয়েই মানুষের কৌতূহলকে দূরীভুত করার জন্য বিশ্বজগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে। দর্শনে কোন আচার-অনুষ্ঠান নেই, কিন্তু শিক্ষায় আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। দর্শন বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাগতিক সত্তার স্বরূপ নিরূপণ করার প্রচেষ্টা চালায়।

শিক্ষা সম্পর্কে ড. জন বি. ওয়াটসন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেন যে, "উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে যেকোন ছেলেকে ইচ্ছেমতো একজন মোৎসার্ট কিংবা একজন নিউটনে পরিণত করা যায়।"[২৩]

অতএব বলা যায় শিক্ষা এবং দর্শনের মূল লক্ষ্য সৎ নাগরিক তৈরি করা। বাংলাদেশের বিশিষ্ট্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, "মানুষের সভ্যতা, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, সমাজব্যবস্থা, রুচি-পরিবেশ এমন কি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা প্রণালী সবই মানুষের শিক্ষাদর্শনের ফল, তার আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যাবসায়ের ফসল।"[২৪]

কোন জাতির শিক্ষা এবং দর্শন গড়ে উঠে এবং পরিচালনায় মূলে থাকে এক বা একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদ। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীনভাবে তা টিকে থাকতে পারে না। মানুষের জীবন চাহিদার নিরিখে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় এবং নতুন নতুন চাহিদার প্রেক্ষিতে তা আবার পরিবর্তিত হয়ে থাকে। ফলে শিক্ষা ও দর্শন উভয়ই সৃজনশীল।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল শিক্ষাবিদগণই প্রাথমিকভাবে দার্শনিক।[২৫] সক্রেটিস, প্লেটো, রুশো, জন ডিউই, ফ্রয়েবল, মন্তেস্বরী, পার্কহার্স্ট, মহাত্মা গান্ধীজি প্রভৃতি প্রত্যেকেই তাঁদের দার্শনিক চিন্তাকে কার্যকরী করার জন্য শিক্ষা এবং দর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাই তারা প্রত্যেকে তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

প্লেটো তার শিক্ষাদর্শনের শিক্ষা পান সক্রেটিসের কাছে। তাঁরই দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর নির্ধারিত পথেই অগ্রসর হয়ে গ্রামবাসীর মাঝে আদর্শ নৈতিক জীবন গঠনের চেষ্টা করেন। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৭ অব্দে অপধফবসু স্থাপন করেন। প্লেটো তাঁর 'Republic' Ges 'Law' এর মধ্যে তাঁর শিক্ষাদর্শনের ভাবধারা উল্লেখ করেন।[২৬]

রুশোর শিক্ষাচিন্তামূলক বই 'এমিলি' (Emile) ১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে The New Heloise-এ তিনি শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেন। কিন্তু শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে তার প্রামাণ্য বই হল 'এমিলি'। এখানে তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর শিক্ষাদর্শনকে ব্যক্ত করেন – 'এমিলি' নামে এক বালকের শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে।[২৭]

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রয়েবল তার শিক্ষাদর্শনকে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর করার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি এর নাম দেন 'কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি' অর্থাৎ 'শিশুউদ্যান'। তাঁর শিক্ষাদর্শনের উদ্দেশ্য হল আত্মসচেতনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা।

মাদাম মন্তেস্বরী ১৯০৭ সালে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন যার নাম 'শিশু নিকেতন'। শিশুর মধ্যে যে সব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আছে তাকে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই তার পদ্ধতির মূল কথা।

মিস পার্কহাস্ট বলেন, বিদ্যালয় হবে পরীক্ষাগার। তিনি আমেরিকার ডাল্টন শহরে এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ থেকে তার শিক্ষা পরিকল্পনায় নাম দেওয়া হয় 'ডাল্টনপ্ল্যান'। এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হল তিনিটি– স্বাধীনতা, সামাজিকীকরণ ও ব্যক্তিগতক্রিয়া।

উপরোক্ত আলোচনায় শিক্ষা এবং দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটে। ফলে শিক্ষা এবং দর্শনের মাঝে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিরাজমান। মহাত্মা গান্ধীজি দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় তাঁর আশ্রমিক শিক্ষারীতির মধ্যে। তিনি নতুন এক শিক্ষাদর্শনের সূত্রপাত করেন। ১৯১৪ সালে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন তখন 'টলস্টয় ফার্মে' (Tolstoy Farm) সবাই একই পরিবারভুক্ত লোকের মত বাস করতেন। গান্ধীজি দেহ ও মনের বিকাশের জন্য ছাত্রদের দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করতেন। পাঠ্য-পুস্তকের কোন ব্যবস্থা ছিল না। মানসিক বিকাশের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, অংক ইত্যাদি বিষয়ে মুখে শেখানো হত এবং দৈহিক বিকাশের জন্য নানা রকম কাজও নির্দিষ্ট করা ছিল। যেমন– মাটি কাটা, লাঙ্গল করা, বাগান পরিচর্যা করা ইত্যাদি। ১৯১৫ সালে তিনি ভারতবর্ষে এসে শাবরমতীতে অনুরূপ একটি 'আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯৩৫ সালে সেবাগ্রামে আরেকটি 'আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মাধ্যমে শিক্ষা এবং দর্শন আলোচনায় মনোনিবেশ করেন।

ফলে দেখা যায়, প্রাচীন দার্শনিক সক্রেটিস থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকই শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। শিক্ষার আদর্শ, পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের ওপর তাঁদের দার্শনিক চিন্তার প্রভাব আছে। এর একমাত্র কারণ হল– এই বিষয়গুলো তাঁদের মূল আলোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। দার্শনিক আলোচনায় তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই তারা প্রত্যেকে তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সুতরাং, দর্শন ও শিক্ষার বিকাশ, উভয়েই বিশেষ বিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ তারা উভয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিক।[২৮]

দর্শন কি কি কার্য সম্পাদন করে? চিন্তাশীল মানব স্বভাবের দিকে তাকলে আমরা এর তিনটি দিক পাই। যথা- কোন কিছুর চিন্তা করা, সমালোচনা করা এবং চিন্তা ও সমালোচনার মাধ্যমে কোন কিছুর সম্বন্ধে বিশেষ অভিমত গঠন করা। মানুষ জগৎ ও জীবন সমস্যার অনুধ্যান বা চিন্তা করে। কিন্তু কেবল চিন্তা করেই ক্ষান্ত হয় না। সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণও করে। এসব বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা লাভ করে। মানব স্বভাবের এই সমস্ত দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে দর্শনের কার্যাবলীকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়-[২৯] (১) অনুধ্যান পরায়নমূলক কাজ; (২) সমালোচনামূলক কাজ, ও (৩) গঠনমূলক কাজ।

তেমনিভাবে শিক্ষার কার্যাবলীকেও নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. বৃত্তিমূলক কাজ;

২. জ্ঞানার্জনমূলক কাজ;
৩. সামাজিক দক্ষতা অর্জনমূলক কাজ;
৪. নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক কাজ;
৫. শৃংখলামূলক কাজ;
৬. সাংস্কৃতিক চর্চা;
৭. মুক্তবুদ্ধির চর্চা ইত্যাদি।

আসলে শিক্ষা ও দর্শনের কাজের ধরন বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একে অপরের সাথে সংযুক্ত। শিক্ষা দর্শনের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে– শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক, বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা কার্যাবলী, শিক্ষার বিভিন্ন প্রত্যয়, তত্ত্ব ও সূত্র নির্ধারণে দার্শনিক মতবাদসমূহ।[৩০]

শিক্ষার খণ্ড খণ্ড সত্য স্থান পায় কিছু দর্শনে খণ্ড খণ্ড সত্যের জায়গা নেই।[৩১] দর্শন এক অখণ্ড সত্যের ভাণ্ডার। বস্তুসমূহের সার্বিক ব্যাখ্যাদানের প্রয়াস। শিক্ষা এবং দর্শন উভয়ই জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য জীবনচর্চা এবং জ্ঞানচর্চা। শিক্ষা ছাড়া দর্শন শূন্যগর্ভ আর দর্শন ছাড়া শিক্ষা অন্ধ। এদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। এরা পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অন্যের পরিপূরক।

শিক্ষা এবং দর্শন উভয়ই সৃজনশীল। সৃজনশীল দক্ষতা শিক্ষার্থীদের সৃষ্টি (create), উদ্ভাবন (invent), আবিষ্কার (discover), কল্পনা (imagine), ধারণা বা অনুমান (predict) ইত্যাদি করতে সাহায্য করে।[৩২]

দর্শন মানে জীবন। মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে দর্শন বিচ্ছিন্ন নয়। দর্শন হল মানুষের জীবন ও তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সুসামঞ্জস্য আলোচনা। পক্ষান্তরে শিক্ষা হল ব্যক্তির জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া, জীবনমুখী প্রক্রিয়া, মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলো সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া। সম্ভাবনাগুলো সম্প্রসারণের ফলে ব্যক্তি জীবনের বিকাশ হয়। তাই শিক্ষা এবং দর্শন ব্যক্তির জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে শিক্ষা এবং দর্শন ব্যক্তির জীবন ও অভিজ্ঞতার নিয়ে আলোচনা করে। কাজেই শিক্ষা এবং দর্শন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষাকে আধুনিক অর্থে দর্শনের ন্যায় বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হলেও দর্শন তাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। তাই বিশিষ্ট দার্শনিক ফিচে (fichte) বলেন, æThe art of education will never attain complete clearness without philosophy"।[৩৩] অর্থাৎ– "দর্শন ছাড়া শিক্ষার কখনোই পরিপূর্ণতা আসে না।"

মানব জীবনের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করে শিক্ষা এবং দর্শন। দর্শনের প্রধান কাজ হল মানব জীবনের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করা। দর্শনের কাজ জীবনের প্রয়োজনে কিছু নীতি

প্রদান আর শিক্ষার কাজ হচ্ছে এ নীতিগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীবনের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন।

তাই ডিউই বলেন, "শিক্ষাকে দর্শন হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। কেননা দর্শন জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করে এবং শিক্ষা জীবনের সার্বিক উন্নতি সাধন করে। কাজেই দর্শন ছাড়া কোন শিক্ষা কার্যক্রমই ফলপ্রসু হতে পারেনা।"[৩৪]

তাঁর মতে শিক্ষা ও দর্শন অভিন্ন। আমরা যদি শিক্ষাকে প্রকৃতি এবং প্রতিবেশীদের প্রতি বুদ্ধিগত ও প্রয়োগগত মৌলিক মনোভাব গঠন করার প্রক্রিয়া বলে ভাবতে প্রস্তুত থাকি, তবে দর্শনেক সাধারণ শিক্ষা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ দর্শন হল শিক্ষার মৌলিক নীতির তাত্ত্বিক আলোচনা। আর শিক্ষা সেসব নীতির প্রয়োগশাস্ত্র।

কোন ব্যক্তি যখন তার নিজের জীবনদর্শন, ধারণা ও আদর্শ অন্যকে বুঝতে বা গ্রহণ করতে চেষ্টা করে তখনই বলা যায় তিনি তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আসলে দর্শন এবং শিক্ষা উভয়ই সত্যের উপাসক। তাই জ্ঞানবিজ্ঞানের আদি গুরু দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, "যারা সত্যের উপাসক নন তারা দার্শনিক হতে পারে না। সত্যের উপলব্ধির জন্য দর্শন ও শিক্ষায় ভূমিকা একই রূপে গুরুত্বের অধিকারী।"[৩৫]

শিক্ষা ও দর্শন এ দু'য়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, এরা একে অন্যের পরিপূরক দর্শনের সাহায্য ছাড়া যেমন সার্থক শিক্ষাদান সম্ভব নয়; তেমনি শিক্ষায় বাস্তব প্রয়োগ ছাড়া দর্শনের কোন গুরুত্ব বা উপযোগিতা থাকে না। বস্তুত, শিক্ষা ও দর্শন একে অন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। দর্শন ছাড়া যেমন শি্ক্ষার ভিত্তি নেই তেমনি শিক্ষায় বাস্তব প্রয়োগ ভিন্ন দর্শনের তত্ত্ব ও তথ্যের কল্পনা করা যায় না। শিক্ষার যে কোন লক্ষ্যের মূলে একটি করে জীবনাদর্শন থাকে। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য সবসময় একটি জীবনাদর্শনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, প্রত্যেক শিক্ষার লক্ষ্যই সমকালীন দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই শিক্ষাবিদ নান্ বলেন, æEvery scheme of education, being at bottom a practical philosophy, necessarily touches life at every point."[৩৬]

দর্শন হলো জীবনের মৌলিক ও মূল্যবোধের গবেষণা। আর শিক্ষা হল এ গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফলকে জীবনে বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া। দর্শন মানব জীবনের মূল তত্ত্বগুলো সরবরাহ করে আর শিক্ষা সে তত্ত্বগুলোকে ভিত্তি করে সার্থক জীবন গঠন করে। তাই স্যার জন এ্যাডামস্ বলেন, "জীবন কেমন হওয়া উচিত, তার ব্যাখ্যা দেন দার্শনিকেরা আর সে অনুসারে জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় শিক্ষার মাধ্যমে। জীবন সংশ্লিষ্ট যা কিছু সমস্যা, যা কিছু জিজ্ঞাসা যতকিছু তত্ত্ব ও তথ্য এসবের সমাধান ও আহরণই বর্তমানে শিক্ষা নামে পরিচিত।"[৩৭]

মানুষ তার জীবনদর্শন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে। এক্ষেত্রেও জগৎ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা গঠনের জন্য মানুষকে সমভাবে শিক্ষা ও দর্শনের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। তাই দার্শনিক ফিকটের মতে, "দর্শন ভিন্ন শিক্ষা কখনোই সম্পূর্ণ ও সাবলীল স্বচ্ছলতা লাভ করতে পারে না।"[৩৮]

সুতরাং এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিককেই প্রভাবিত করে। দর্শন এবং শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির, সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করতে হলে সর্বপ্রথম দরকার একটা স্থির লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যের সন্ধান দেয় দর্শন। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে দর্শন অপরিহার্য।

ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের অগ্রগতিতে যে সব মৌলিক নীতি ও বিশ্বাস প্রয়োজন, শিক্ষা এবং দর্শন সেই সব নীতি ও মতবাদ প্রদান করে। শিক্ষা এবং দর্শন সামাজিক শৃংখলা, মুক্তচিন্তা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। তাই শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ দেখা যায়– প্রকৃতিবাদ, ভাববাদ, বাস্তববাদ, প্রয়োগবাদ, মানবতাবাদ, জড়বাদ, অস্তিত্ববাদ ইত্যাদি। এই সকল মতবাদে শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

তাছাড়া জীবন-জগৎ ও জাগতিক সমস্যা নিয়ে শিক্ষা এবং দর্শন আলোচনা করে। শিক্ষা এবং দর্শন উভয়ই জীবনব্যাপী চলমান একটি প্রক্রিয়া। তাই এ দুইয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর। দর্শনের কাজ হল জীবন কিসে মূল্যবান হয় তা স্থির করা। আর শিক্ষার কাজ হলো জীবনকে অর্থবহ করে তোলা। জীবনের লক্ষ্য ও তার আবশ্যিক উপাদান সম্পর্কে দর্শন ধারণা দেয়। আর শিক্ষা এ লক্ষ্য ও উপাদানগুলো কিভাবে শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে তা নির্ধারণ করে দেয়। মানুষের কি করণীয় তা বলে দেয় দর্শন। আর শিক্ষা তা কার্যে পর্যবসিত করে। দর্শন বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করে আর শিক্ষা তাকে করে মূর্ত। দর্শন মানুষকে যে সত্যের কথা ও জ্ঞানের কথা বলে তা শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে। আবার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দর্শন ও শিক্ষার যাত্রা প্রায় একই সাথে। কারণ মহান দার্শনিকবৃন্দ নিজেরাই শিক্ষা দার্শনিক ছিলেন। যথা– সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, রুশো, জন ডিউই, মহাত্মা গান্ধী, নান্, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। সুতরাং শিক্ষা এবং দর্শনের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। তাইতো শিক্ষাবিদ Ross বলেন, "দর্শন ও শিক্ষা হল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, যার প্রথমটি তাত্ত্বিক এবং পরেরটি ব্যবহারিক।"[৩৯]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই যদি শিক্ষা এবং দর্শন হয় তাহলে তাদের মাঝে কোন তফাৎ আছে কি? মূলত এদের মাঝে কোন তফাৎ নেই। কারণ উভয়ের কাজ সত্য সন্ধান, জ্ঞান অণ্বেষণ। কিন্তু সত্য সন্ধান পদ্ধতিতে এবং সত্যের রূপ ধারণায় এদের মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। কিন্তু এরা পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অন্যের পরিপূরক।

তথ্যনির্দেশ

১ আবদুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল-২০০৭, পৃ. ১।

২ উদ্ধৃত: সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃ. ৮।

৩ উদ্ধৃত: মো: আমেজ উদ্দিন ও সুভাষচন্দ্র দাস, শিক্ষাদর্শন, অংকিতা, রংপুর, পৃ. ৩১।

৪ উদ্ধৃত: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

৫ *প্রাগুক্ত*।

৬ *প্রাগুক্ত*।
৭ *প্রাগুক্ত*।
৮ উদ্ধৃত: আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।
৯ আবদুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১০।
১০ *প্রাগুক্ত*।
১১ মোহাম্মদ নূর নবী, দর্শনের সমস্যাবলী, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ১-২।
১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।
১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩।
১৪ উদ্ধৃত: ড. রশীদুল আলম, দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য সোপান, বগুড়া, পৃ. ১৩।
১৫ *প্রাগুক্ত*।
১৬ উদ্ধৃত: মো: রবিউল আওয়াল, দর্শনের সমস্যাবলী, কবির পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ১৮।
১৭ *প্রাগুক্ত*।
১৮ *প্রাগুক্ত*।
১৯ উদ্ধৃত: মোহাম্মদ নুরনবী, দর্শনের সমস্যাবলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।
২০ উদ্ধৃত: ড. হায়াত মামুদ, ভাষা শিক্ষা: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা রীতি, দি এ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৬, পৃ. ২৬৬।
২১ উদ্ধৃত: মুহাম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, পৃ. ৭।
২২ *প্রাগুক্ত*।
২৩ উদ্ধৃত: বার্ট্রান্ড রাসেল (অনুবাদ আরশাদ আজিজ), শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, পৃ. ২৮।
২৪ উদ্ধৃত: আবদুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।
২৫ নূরনবী, ফওজিয়া ও চম্পা, শিক্ষাদর্শনের কথা, চয়নিকা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে-২০০৬, পৃ. ৫৪।।
২৬ *প্রাগুক্ত*।
২৭ সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২।
২৮ নূরনবী, ফওজিয়া ও চম্পা, শিক্ষাদর্শনের কথা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।
২৯ মোহাম্মদ নূরনবী, দর্শনের সমস্যাবলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।
৩০ আবদুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, *প্রাগুক্ত*।
৩১ মোহাম্মদ নূরনবী, দর্শনের সমস্যাবলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯, ২৩।
৩২ বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী (ইউনেস্কোর সহযোগীতায় বাফেড ও বিইউ-আইইডি এর যৌথ প্রকাশনা) পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অগ্রাহায়ণ-পৌষ, ১৪১৫, ডিসেম্বর-২০০৮, পৃ. ২০।
৩৩ উদ্ধৃত: নূরনবী, ফওজিয়া ও চম্পা, শিক্ষাদর্শনের কথা, চয়নিকা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে-২০০৬, পৃ. ৫১।
৩৪ উদ্ধৃত: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।
৩৫ *প্রাগুক্ত*।
৩৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।
৩৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।
৩৮ উদ্ধৃতি: নূরনবী, ফওজিয়া ও চম্পা, শিক্ষাদর্শনের কথা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।
৩৯ উদ্ধৃত: *প্রাগুক্ত*।